THE BUSINESS STANDARD

01 September 2020

A joint venture to ensure employment for people with disabilities

Prerona Foundation and PFDA-Vocational Training Center have signed an MoU to ensure long-term, sustainable livelihoods for people with disabilities

The Prerona Foundation and the PFDA-Vocational Training Center have launched a project called Amra Shikhi, Amra Pari to contribute to the livelihoods of people who have disabilities and help protect citizens' health during the ongoing pandemic.

Under this project, students at the PFDA-Vocational Training Center receive online training on mask-making which empowers them to engage in mask production.

This has created employment opportunities and also is playing a role in the health sector of the country.

Two types of masks–surgical and fabric–are being produced under this project following the safety regulations on personal protective equipment developed by the World Health Organization (WHO).

The fabric masks have been prepared by fulfilling every condition prescribed by the Directorate General of Drug Administration of Bangladesh. Each manufactured fabric mask has been tested and accredited by Dysin International Limited, a government-certified quality certification body.

The fabric masks will be available for sale on the market soon. Following their success, surgical masks will also be available for commercial sale.

The earnings from the sale of each mask will contribute to the livelihood of the people with disabilities and their families.

The memorandum of understanding (MoU) was signed by the Director of the Governing Body of the Prerona Foundation Mubina Asaf and Founding Chairman of the PFDA-Vocational Training

Center Sajida Rahman Danny to ensure long-term and sustainable livelihoods for people with disabilities.

Prerona Foundation

The Prerona Foundation is working on making the futures of the marginalised people of Bangladesh brighter. All the activities undertaken by the foundation are determined by the Sustainable Development Goals (SDGs) established by the United Nations.

To achieve the SDG targets, it is essential to take collective and all-inclusive initiatives that will enable people from the marginalised groups of the society to control their own destinies by bringing them under the appropriate business model.

That is why the Prerona Foundation is working hand-in-hand with various government, non-government, and privately-owned organisations to create new possibilities.

PFDA-Vocational Training Center

The PFDA-Vocational Training Center was launched in 2014 to integrate people with disabilities in traditional social and economic activities by providing them with training and development opportunities.

This journey would pave the way for the achievement of four, eight, 10, and 11 of the SDG targets set by the government of Bangladesh; which encourage effective education, training, sustainable economic growth, and equal participation at the socio-economic-political level to ensure the inclusion of people with disabilities within society.

https://tbsnews.net/bangladesh/joint-venture-ensure-employment-people-disabilities-127090

সমকাল

02 September 2020

করোনাকালে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তির জীবিকা নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রকল্প

ভার্চুয়াল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

করোনাকালে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে 'আমরা শিখি, আমরা পারি' শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

করোনার সময়ে চারপাশের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার প্রেরনা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন প্রেরণা ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির পরিচালক মুবিনা আসাফ এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যানি।

প্রেরণা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বর্তমানে এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পের আওতায় সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক উৎপাদন হচ্ছে। মাস্ক তৈরিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইক্যুপমেন্ট সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধি অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিডিএ) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফ্যাব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়ণকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ফ্যাব্রিক মাস্ক শীঘ্রই বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হবে। মাস্ক বিক্রয় থেকে উপার্জিত অর্থ উৎপাদনকারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের জীবিকার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

https://samakal.com/bangladesh/article/200935767/বিশেষ-সক্ষম-ব্যক্তির-জীবিকা-নিশ্চিত-করতে-বিশেষ-প্রকল্প

যুগান্তর

01 September 2020

করোনাকালে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকা নিশ্চিতে ‘আমরা শিখি, আমরা পারি’

করোনাভাইরাস মহামারীর এই সময়ে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে ‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

কোভিড-১৯ মহামারীকালে আমাদের চারপাশের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার প্রেরণা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শিরোনামের এই প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বর্তমানে এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরনের মাস্ক উৎপাদিত হচ্ছে- সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক। উভয় প্রকার মাস্ক তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইক্যুপমেন্ট সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধিমালার পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিডিএ) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফ্র্যাব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়ণকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো শিগগিরই বাজারে বিক্রির জন্য সরবরাহ করা হবে। এরই সফল ধারাবাহিকতায় সার্জিক্যাল মাস্কগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয়ের জন্য শিগগিরই সরবরাহ করা হবে। প্রতিটি মাস্ক বিক্রয় থেকে উপার্জিত অর্থ উৎপাদনকারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের জীবিকার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন প্রেরণা ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির পরিচালক মুবিনা আসাফ এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যানি।

https://www.jugantor.com/advertising-message/340397/করোনাকালে-বিশেষ-সক্ষম-ব্যক্তিদের-জীবিকা-নিশ্চিতে-আমরা-শিখি-আমরা-পারি

02 September 2020

বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিদের উদ্যোগে মাস্ক তৈরির প্রকল্প

বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিদের উদ্যোগে মাস্ক তৈরির প্রকল্প নিয়ে আলোচনা

করোনাভাইরাস মহামারির এই সময়ে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে 'আমরা শিখি, আমরা পারি' শীর্ষক যৌথ প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

প্রেরণা ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডি'র পরিচালক মুবিনা আসাফ এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যানির যৌথ স্বাক্ষরে শুরু হয়েছে এই প্রকল্প।

'আমরা শিখি, আমরা পারি' শিরোনামের এই প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীগণ অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছেন। যা একইসাথে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরণের মাস্ক উৎপাদিত হচ্ছে। সার্জিক্যাল এবং ফেব্রিক মাস্ক। এসব মাস্ক তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিরাপত্তা বিধিমালার পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিডিএ) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফেব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফেব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়নকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

জানা গেছে, ফেব্রিক মাস্কগুলো শিগগিরই বাজারে সরবরাহ করা হবে। প্রতিটি মাস্ক বিক্রয় থেকে উপার্জিত অর্থ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

https://barta24.com/details/national/102395/mask-making-initiative-special-able-people

02 September 2020

করোনাকালে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকা নিশ্চিত করতে টেকসই প্রকল্প

“আমরা শিখি, আমরা পারি” শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু

ঢাকা: করোনা ভাইরাস মহামারির চলমান এই সময়ে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে ‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

মঙ্গলবার (০১ সেপ্টেম্বর) দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে প্রেরনা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

এই প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীগণ অনলাইনে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বর্তমানে এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পের আওতায় সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক এই দুই ধরণের মাস্ক উৎপাদিত হচ্ছে। উভয় প্রকার মাস্ক তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইক্যুপমেন্ট সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধিমালার পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিডিএ) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফ্র্যাব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়নকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো অতি শীঘ্রই বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হবে। এরই সফল ধারাবাহিকতায় সার্জিক্যাল মাস্কগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয়ের জন্য শীঘ্রই সরবরাহ করা হবে। প্রতিটি মাস্ক বিক্রয় থেকে উপার্জিত অর্থ উৎপাদনকারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের জীবিকার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন, প্রেরণা ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডি'র পরিচালক মুবিনা আসাফ এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যানি।

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/809290.details

03 September 2020

মহানগর সময় ‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ প্রকল্পের যাত্রা শুরু

করোনা ভাইরাস মহামারির এই সময়ে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে ‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

কোভিড-১৯ মহামারিকালে আমাদের চারপাশের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার (০১ আগস্ট) প্রেরণা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শিরোনামের এ প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বর্তমানে এ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এ প্রকল্পের আওতায় দুই ধরণের মাস্ক উৎপাদিত হচ্ছে, যথা: সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক। উভয় প্রকার মাস্ক তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইক্যুপমেন্ট সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধিমালার পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিডিএ) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফ্যাব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়ণকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো অতি শিগগিরই বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হবে। এরই সফল ধারাবাহিকতায় সার্জিক্যাল মাস্কগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য শিগগিরই সরবরাহ করা হবে। প্রতিটি মাস্ক বিক্রি থেকে উপার্জিত অর্থ উৎপাদনকারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের জীবিকার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন, প্রেরণা ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডি'র পরিচালক মুবিনা আসাফ এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যানি।

https://m.somoynews.tv/pages/details/233690

02 September 2020

করোনায় বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকা নিশ্চিতে নতুন প্রকল্প

করোনা ভাইরাস মহামারির এই সংকটে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে "আমরা শিখি, আমরা পারি" শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

কোভিড-১৯ মহামারীকালে আমাদের চারপাশের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে গত মঙ্গলবার প্রেরনা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

"আমরা শিখি, আমরা পারি" শিরোনামের এই প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীগণ অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বর্তমানে এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরণের মাস্ক উৎপাদিত হচ্ছে, যথা: সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক। উভয় প্রকার মাস্ক তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইক্যুপমেন্ট সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধিমালার পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিডিএ) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফ্র্যাব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়ণকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো অতিশীঘ্রই বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হবে। এরই সফল ধারাবাহিকতায় সার্জিক্যাল মাস্কগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয়ের জন্য শীঘ্রই সরবরাহ করা হবে। প্রতিটি মাস্ক বিক্রয় থেকে উপার্জিত অর্থ উৎপাদনকারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের জীবিকার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন, প্রেরণা ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডি'র পরিচালক মুবিনা আসাফ এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যানি।

https://www.ekushey-tv.com/করোনায়-বিশেষ-সক্ষম-ব্যক্তিদের-জীবিকা-নিশ্চিতে-নতুন-প্রকল্প%C2%A0/111092

Jagonews24.com
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের অনলাইনে ঠিকানা

01 September 2020

বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকা নিশ্চিতে মাস্ক তৈরির উদ্যোগ

মহামারি করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের এই সময়ে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে ‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

করোনাকালে চারপাশের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার প্রেরনা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন প্রেরণা ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির পরিচালক মুবিনা আসাফ এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যানি।

‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শিরোনামের এই প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বর্তমানে এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরনের মাস্ক উৎপাদিত হচ্ছে; সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক। উভয় প্রকার মাস্ক তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধিমালার পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর (ডিজিডিএ) নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফ্র্যাব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়ণকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো শিগগিরই বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হবে। এরই সফল ধারাবাহিকতায় সার্জিক্যাল মাস্কগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয়ের জন্য শিগগিরই সরবরাহ করা হবে। প্রতিটি মাস্ক বিক্রয় থেকে উপার্জিত অর্থ উৎপাদনকারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের জীবিকার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

https://www.jagonews24.com/national/news/607917

ঢাকা টাইমস
www.dhakatimes24.com
02 September 2020

বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার জন্য মাস্ক তৈরির উদ্যোগ

করোনাভাইরাস মহামারির চলমান এই সময়ে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে ‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

কোভিড-১৯ মহামারিকালে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার প্রেরনা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শিরোনামের এই প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বর্তমানে এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরনের মাস্ক উৎপাদিত হচ্ছে, সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক। উভয় প্রকার মাস্ক তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধিমালা পুরোপুরি অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিডিএ) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফ্যাব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়ণকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো শিগগির বাজারে বিক্রির জন্য সরবরাহ করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় সার্জিক্যাল মাস্কগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য শিগগির সরবরাহ করা হবে।

প্রতিটি মাস্ক বিক্রি থেকে উপার্জিত অর্থ উৎপাদনকারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের জীবিকার কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন, প্রেরণা ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির পরিচালক মুবিনা আসাফ এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যানি।

https://www.dhakatimes24.com/2020/09/02/181592/বিশেষ-সক্ষম-ব্যক্তিদের-জীবিকার-জন্য-মাস্ক-তৈরির-উদ্যোগ

দৈনিক গাইবান্ধা

02 September 2020

বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকা নিশ্চিতে মাস্ক তৈরির উদ্যোগ

মহামারি করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের এই সময়ে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে ‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

করোনাকালে চারপাশের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার প্রেরনা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন প্রেরণা ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির পরিচালক মুবিনা আসাফ এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাজিদা রহমান ড্যানি।

‘আমরা শিখি, আমরা পারি’ শিরোনামের এই প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বর্তমানে এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরনের মাস্ক উৎপাদিত হচ্ছে; সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক। উভয় প্রকার মাস্ক তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধিমালার পূর্ণ অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর (ডিজিডিএ) নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফ্র্যাব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়ণকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো শিগগিরই বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হবে। এরই সফল ধারাবাহিকতায় সার্জিক্যাল মাস্কগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয়ের জন্য শিগগিরই সরবরাহ করা হবে। প্রতিটি মাস্ক বিক্রয় থেকে উপার্জিত অর্থ উৎপাদনকারী বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ও তাদের পরিবারের জীবিকার কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

https://www.dainikgaibandha.com/বিশেষভাবে-সক্ষম-ব্যক্তিদের-জীবিকা-নিশ্চিতে-মাস্ক-তৈরির-উদ্যোগ/23362

SHONGBAD.XYZ

01 September 2020

করোনাকালে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তির জীবিকা নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রকল্প

প্রেরণা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। করোনাকালে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে 'আমরা শিখি, আমরা পারি' শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার। করোনার সময়ে চারপাশের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার প্রেরনা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।এই প্রকল্পের আওতায় সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক উৎপাদন হচ্ছে। ফ্যাব্রিক মাস্ক শীঘ্রই বাজারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হবে

https://shongbad.xyz/category/bangladesh/news-133780/করোনাকালে-বিশেষ-সক্ষম-ব্যক্তির-জীবিকা-নিশ্চিত-করতে-বিশেষ-প্রকল্প

The Daily Patrika

02 September 2020

বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার জন্য মাস্ক তৈরির উদ্যোগ

করোনাভাইরাস মহামারির চলমান এই সময়ে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবিকার সংস্থান এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখতে 'আমরা শিখি, আমরা পারি' শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করেছে প্রেরণা ফাউন্ডেশন এবং পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার।

কোভিড-১৯ মহামারিকালে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে মঙ্গলবার প্রেরনা ফাউন্ডেশন ও পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

'আমরা শিখি, আমরা পারি' শিরোনামের এই প্রকল্পের আওতায় পিএফডিএ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্ক তৈরির দক্ষতা অর্জন করেন। সফল প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে বর্তমানে এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা মাস্ক উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে একদিকে তাদের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এবং পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে।

এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরনের মাস্ক উৎপাদিত হচ্ছে, সার্জিক্যাল ও ফ্যাব্রিক মাস্ক। উভয় প্রকার মাস্ক তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধিমালা পুরোপুরি অনুসরণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিডিএ) কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিটি শর্ত পূরণ করেই ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। উৎপাদিত প্রতিটি ফ্যাব্রিক মাস্ক সরকার নির্ধারিত গুণগত মান প্রত্যয়ণকারী প্রতিষ্ঠান ডাইসিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে। ফ্যাব্রিক মাস্কগুলো শিগগির বাজারে বিক্রির জন্য সরবরাহ করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় সার্জিক্যাল মাস্কগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য শিগগির সরবরাহ করা হবে।

https://thedailypatrika.com/archives/9832